দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 FEB 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা ... পরিসংখ্যান ...
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

36

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের "রেজিস্ট্রেশন" বন্ধ প্রসঙ্গে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন বন্ধ শিরোনামে গত ৮।২।৮৯ তারিখে 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত জনৈক শিক্ষকের চিঠির বিষয়বস্তুর সাথে আমিও সম্পূর্ণ একমত পোষণ করছি। সরকার তৃতীয় পাঁচসালা উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় ১৯৯০ সালের মধ্যে দেশের ৬ থেকে ১০ বছরের ৭০% শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ফলপ্রসূভাবে ধরে রাখার লক্ষ্য স্থির করেছেন। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সাম্প্রতিককালে মন্ত্রী ও সরকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সভা-সমাবেশে প্রাথমিক শিক্ষাদান কর্মসূচীর সম্প্রসারণে এগিয়ে আসতে বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোগের পক্ষে কথাবার্তায় উৎসাহ যোগাচ্ছেন। কিন্তু মৌখিক উৎসাহ যোগান সত্ত্বেও ১৯৮৫ সালের শেষদিক থেকে প্রায় চার বছর বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান বন্ধ রাখার কারণ বোধগম্য নয়। এ অবস্থায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় জনসাধারণের উদ্যোগ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৮৭ সালে দেশে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭,৭৫৭ অর্থাৎ দেশের মোট সরকারী প্রাথমিক স্কুল সংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংস। কিন্তু এসব বেসরকারী অনেক বিদ্যালয়কে এখন পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়নি।

বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ রাখার ব্যাপারে কয়েক বছর আগে এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে ব্যাখ্যা প্রদান করে বলা হয়েছিল যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় রেজিস্ট্রেশন প্রদানের ব্যাপারে বিধি-বিধান প্রণয়ন করছেন এবং প্রয়োজনীয় আইন পাস হলেই রেজিস্ট্রেশন প্রদান শুরু হবে। ইতিমধ্যে ৩।৪ বছর পার হয়ে গেল, জাতীয় সংসদে সম্প্রতি 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী প্রসংগে গণমুখী শিক্ষানীতি প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপের কথা শোনা গেল; কিন্তু বেসরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে অত্যন্ত আবশ্যকীয় সরকারের সমর্থনসূচক রেজিস্ট্রেশন প্রদান সম্পর্কে কোন আইন পাসের উদ্যোগ নিতে দেখা গেল না। জানি, এ গরীব দেশে শিক্ষার ব্যাপারে আবশ্যকীয় সবকিছু করা একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির স্বার্থে বেসরকারী পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে গ্রাম ও শহরে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন কোন কঠিন কাজ নয়।

সরকার বর্তমানে দেশের অনুমোদিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ এবং মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ প্রদান করছেন। এ অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার যথাযথ ও অব্যাহত বিস্তারের লক্ষ্যে দেশের সকল বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও সকল বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকের বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

এ ব্যাপারে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

সুষেন্দ্র কুমার পাল,
বসন্ত শিশু একাডেমী,
চালিবন্দর, সিলেট।